246

আজকের কাগজ

তারিখ ... 25 APR 1995 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

চা.বি'র চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারি ইউনিয়ন অবৈধভাবে টিকে আছে বছরের পর বছর

শাহ নিসতার জাহান ঃ অদৃশ্য হাতের ইশরায় বছরের পর বছর ধরে টিকে রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারি ইউনিয়ন নামের অবৈধ সংগঠনটি। বহু আগে থেকেই সংগঠনটি নিয়ে বিভিন্ন মহল প্রশ্ন তুললেও এক অদৃশ্য কারসাজির মাধ্যমে কর্মচারি ইউনিয়ন তার অবস্থান বজায় রেখেছেন। এমনকি আন্তর্জাতিক শ্রম আইন অনুযায়ী শ্রম আদালত এ সংগঠনটিকে অবৈধ ঘোষণা করলেও এর অস্তিত্ব বিলোপ হচ্ছেনা কিছুতেই। বরং শ্রম আদালতের নির্দেশ অমান্য করেই সংগঠনটি তার আজগুবি নিয়ম নীতি চালিয়ে যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট এক শীর্ষ স্থানীয় সূত্র এসব তথ্য জানিয়েছে।

সূত্রটি জানিয়েছে, শ্রম আদালত ১৯৮৬ সালেই চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারি ইউনিয়নের কার্যকারিতা ও অস্তিত্ব অসংবিধানিক ও বেআইনী ঘোষণা করলেও সংগঠনটি তার কাজকর্ম থেকে বিন্দুমাত্র পিছু হটেনি। বরং বেশ দাপটের সঙ্গে তার কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। এরই সঙ্গে ইউনিয়ন তার সুবিধে মতো মওকাও তুলে নিচ্ছে বলে সূত্রটি জানিয়েছে। এদিকে বেশ কয়েকজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারি ইউনিয়নের বিরুদ্ধে চাঁদা আদায়ের অভিযোগ আনেন। বিনা রশিদে চাঁদা আদায় করা হয় বলেও তারা জানান। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত মাসের একটি বিশেষ সময়ে ইউনিয়নের একজন এসে চাঁদাটি নিয়ে যেতো। তবে সম্প্রতি চাঁদা গ্রহণের খরচ বদলেছে বলেও তারা জানান। এখন আর চাঁদা তোলার জন্যে কর্মচারিদের ফোরগোড়ায় কেউ আসে না। বরং বেতন পাবার সঙ্গে সঙ্গেই ইউনিয়নের চাঁদাটি চলে যায় নেতাদের তহবিলে।

আইন মতো কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানেই কেবল ট্রেড ইউনিয়নের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের প্রধানতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলেও এখানে সংগঠনটি কিভাবে টিকে আছে সে প্রশ্ন সকলের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক এ সংগঠনটির পেছনে একটি প্রভাবশালী মহলের মদদ রয়েছে বলে মন্তব্য করেন।

অন্যদিকে শ্রম আদালত ১৯৮৬ সালে সংগঠনটি অবৈধ ঘোষণার পরও কর্তৃপক্ষের চোখে ধুলো দিয়ে তাদের নাকের ডগায় দিব্যি মওকা লাভের খেলা খেলে যাচ্ছে। কর্তৃপক্ষ এদিকে চোখ দিচ্ছে না।

একটি সূত্র জানিয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া বাংলাদেশের কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই এ ধরনের অদ্ভুত সংগঠনের অস্তিত্ব নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এর অস্তিত্ব রয়েছে এবং এমনকি নিয়মিত এর নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর বর্তমান সভাপতি মোঃ নুরুল ইসলাম।

তিনি আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারি ফেডারেশনের সভাপতি বলেও সূত্রটি জানিয়েছে। আরো জানা গেছে, ইউনিয়ন সভাপতি হলেও নুরুল ইসলাম চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারি নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বা অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি কর্মচারি নন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর এক কর্মচারি জানান, কর্মচারি ইউনিয়নের অস্তিত্ব অবৈধ আমরা জানি। কিন্তু এটি কিভাবে টিকে আছে তা জানি না।